৬৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...20 MAR 1997...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩...

## প্রশ্নপত্র ফাঁস

# ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নের হাতের লেখা কপি উদ্ধার ॥ ৩ জন গ্রেফতার

শংকর কুমার দে

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের ঘটনায় সিআইডি পুলিশ মঙ্গলবার গভীররাতে গ্রেফতার করেছে তিন জনকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের ক ও খ সেটের প্রশ্নের টাইপ করা, হাতের লেখা ও ফটোস্ট্যাট কপি। ইতোমধ্যেই ইংরেজী

(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

## ইংরেজী দ্বিতীয়

(প্রথম পাতার পর)

দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে আগামী ৫ এপ্রিল। সিআইডি কর্তৃপক্ষ বুধবার বোর্ডের কাছে চিঠি দিয়েছে ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের ক ও খ সেট প্রশ্নের অরিজিনাল কপি পাঠানোর জন্য। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কেলেঙ্কারির ঘটনায় সরকার তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিআইডিকে। সিআইডি পুলিশ ৪টি টিম গঠন করে মঙ্গলবার গভীররাতে টঙ্গীস্থ বেতার-টেলিভিশন মেকানিক্যাল শপ-কাম ফটোস্ট্যাটের দোকান বেতার ভবন থেকে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার করা তিনজন হচ্ছে জাহাঙ্গীর আলম বিমল ও মিন্টু তালুকদার। সিআইডি পুলিশ বুধবারই এই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২ দিনের রিমান্ডে এনেছে। এ ছাড়াও আগের গ্রেফতার করা শাহজাহানকে ২ দিনের রিমান্ড শেষে বুধবার আরও ২ দিনের রিমান্ডে এনেছে। তাদেরকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা অব্যাহত রয়েছে।

সিআইডি পুলিশ বুধবার বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের ক ও খ সেটের অরিজিনাল প্রশ্নপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র পাঠাতে পারেনি। সিআইডি কর্তৃপক্ষ বুধবার নীলক্ষেত, ফার্মগেটসহ বিভিন্ন স্থানে যেখানে প্রশ্নপত্র ফটোস্ট্যাট করা হয়েছে সেখানে অভিযান চালিয়েছে। কারা-কিভাবে এইসব প্রশ্নপত্র এনে ফটোকপি করেছে তার যোগসূত্র বের করার জন্য চালানো হয়েছে এই অভিযান। মঙ্গলবার রাত একটায় টঙ্গী থেকে যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার মধ্যে বেতার ভবন নামক দোকানের মালিক জাহাঙ্গীর আলম হচ্ছেন সৌদী প্রবাসী। কিছুদিন আগে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। অপর দুইজন বিমল ও মিন্টু তালুকদার হচ্ছে তার কর্মচারী। কারা তাদের কাছে প্রশ্নপত্র এনে ফটোকপি করেছে তা বের করার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যারা ফটোকপি করতে এসেছিল তাদেরকে খুঁজে বের করা গেলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের চক্র ও বোর্ডের সাথে জড়িতদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে বলে জানা গেছে।